যুগান্তর

তারিখ 21 APR 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

যুগান্তর

গ্লোবাল অ্যাকশন উইক-২০০৯ উপলক্ষে সোমবার বাংলাদেশ-ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা' প্রতিপাদ্য নিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ-২০০৯ শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা অভিযানের অংশ হিসেবে ২০ থেকে ২৬ এপ্রিল নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে— শোভাযাত্রা, মতবিনিময়, আলোচনা সভা, শিক্ষা মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্বের ১৮০টি দেশের মতো বাংলাদেশকেও ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারও গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে।

সোমবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আজিজুল হক, উপ-পরিচালক তাসনীম আতাহারসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শুরু : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

শুরু : গ্লোবাল অ্যাকশন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এতে জানানো হয়, সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও সাক্ষরতার হার নিম্নপর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এ হার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

আজিজুল হক বলেন, বাংলাদেশকে ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত করতে সরকারকে সহায়তা করা প্রয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে ৫ দফা এবং উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে চার দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

সরকারের কাছে পেশ করা দাবির মধ্যে রয়েছে— যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈষম্য সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের আলোকে সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, শিক্ষা বাজেট বাড়ানো, মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

উন্নত দেশের কাছে এবং সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৬ বিলিয়ন ডলার দেয়ার দাবি জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে পৃথিবীর ১৮০টি দেশে শিক্ষা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়।